গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
☏-০২-৮৮৭৯২৯৯; ফ্যাক্স নং-০২-৮৮৭৯১৯৯
Website: rhd.portal.gov.bd

স্মারক নং-৩৫.০১.০০০০.৩৬৮.০৫.০০৩.২১-৫২ তারিখঃ০৮/০২/২০২২ খ্রিঃ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ এ অন্তর্ভুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানীর কার্যবিবরণীঃ-

তারিখ ও সময়	:	২৪/০১/২০২২ খ্রীস্টাব্দ, বিকাল ৪.০০ ঘটিকা।
স্থান	:	সড়ক ভবন মিলনায়তন, তেজগাঁও, ঢাকা।
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট –'ক'।

জনাব মোঃ আমানউল্লাহ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্রশাসন ও সংস্থাপন সার্কেল, উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে গণশুনানীর কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন গণশুনানীর আয়োজন জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার একটি অংশ। সরকারি সেবা জনগণের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে সেবাসমূহ সঠিকভাবে প্রদান করা হচ্ছে কিনা বা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কোন কোন জায়গায় সমস্যা থেকে গিয়েছে তা গণশুনানীর মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে জানতে পারা এবং এইসব সমস্যা গুলো সমাধানপূর্বক সরকারি সেবার মান উন্নয়নের প্রয়াস করাই গণশুনানীর মূল উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন জনাব মোঃ রেজাউল করিম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উইং। তিনি বলেন, শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে প্রথমবারের মতো জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর হতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ের সড়ক জোন সমূহ কর্তৃক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজ করে আসছে। প্রতিষ্ঠানিক গণশুনানী আয়োজন শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দূর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক কার্যক্রম হিসাবে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সওজ অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত আছে। তিনি গণশুনানীতে উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর গঠনমূলক সমালোচনা ও সেবার মান উন্নয়নের জন্য কোনো পরামর্শ থাকলে তা প্রদান করার অনুরোধ জানান।

স্বাগত বক্তব্য প্রদানের পর প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় গণশুনানীতে উপস্থিত সবাইকে তাদের বক্তব্য প্রদান/প্রশ্ন উপস্থাপনের আহ্বান জানান। সভায় নিম্নোক্ত বক্তাগন তাদের প্রশ্ন উপস্থাপন করেনঃ

প্রশ্নঃ১। <u>জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন, সাংগঠনিক সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ ঠিকাদার সমিতি।</u>

তিনি বলেন, শুদ্ধাচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কার্যক্রমের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। যে পরিবর্তনগুলো বর্তমানে অন্যান্য সংস্থা অনুসরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। তিনি বলেন, ঠিকাদার এবং প্রকৌশলীরা একে অপরের পরিপূরক। তিনি তার বক্তব্যে বর্তমান সময়ে বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রীর বাজারদরের উচ্চমূল্যের বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি জানান, বিগত সভায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ঠিকাদার সমিতির সাধারণ সম্পাদক Defect Liabilities Period (DLP), বকেয়া, বর্তমান বাজার দরের বিষয়ে কথা বলেছিলেন। তিনি বলেন, ছোট ঠিকাদার এবং বড় ঠিকাদারদের বিষয়ে যে সকল প্রসঙ্গ প্রচলিত আছে সেক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে না। ছোট ঠিকাদার বলতে যাদেরকে বুঝায় তারা এখন বিলুপ্তির পথে। বর্তমান সিস্টেমে যে ঠিকাদারের লাইসেন্সে বেশী পয়েন্ট সেই ঠিকাদারই সব কাজ পাবে। কর্তৃপক্ষ ছোট ঠিকাদারদের বিলুপ্তি রোধে এখন পর্যন্ত কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করে নাই। তিনি সওজ কর্তৃপক্ষের কাছে এসব ছোট ঠিকাদারেরা যেন তাদের জীবন ও জীবিকা নিয়ে বাঁচতে পারে সে বিষয়ে দৃষ্টিপ্রদানের অনুরোধ জানান। মাত্র ০৫ (পাঁচ) টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান বর্তমানে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সকল কাজ করে। সেক্ষেত্রে অন্যান্য ঠিকাদারদের কি হবে, তিনি এই প্রশ্ন রাখেন। তিনি দরপত্র মূল্যায়নে বর্তমান পয়েন্ট সিস্টেমের বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন নির্মাণ সামগ্রীর উচ্চমূল্য এবং দরপত্র মূল্যায়নে সিস্টেমের কারনে ঠিকাদারদের পক্ষে শুদ্ধাচার বজায়ে রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি বলেন, সওজ এর Rate Schedule অনেক দিন যাবৎ পরিবর্তিত হচ্ছে না। তিনি দ্রুত সময়ের মধ্যে Rate Schedule আপডেটেড করার অনুরোধ জানান। এছাড়াও তিনি Defect Liabilities Period (DLP) পরিবর্তন করা, ছোট ঠিকাদার এবং LTM এর বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার মাধ্যমে সব শ্রেণীর ঠিকাদারগণ যাতে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানান।

উত্তরঃ-

প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, মহোদয় বলেন, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের Rate Schedule আপডেট করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং সেই কমিটি কাজ করে যাচ্ছে। কমিটির কার্যক্রম শেষে পরিবর্তিত Rate Schedule যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় ঠিকাদারগণের প্রতিনিধিদের নিকট প্রশ্ন রাখেন, কোন ঠিকাদারেরা কাজ পাওয়ার জন্য অনেক কম মূল্যে দরপত্র দাখিল করেন? এসব দরপত্রের প্রতিবেদন যখন

উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করা হয় তখন তারা মনে করে সওজ এর Rate Schedule এর নির্মাণ সামগ্রীর Rate এখনো অনেক বেশী তাই ঠিকাদারেরা প্রাক্কলনের চেয়ে অনেক কম মূল্যে দরপত্র দাখিল করে। নির্মাণ সামগ্রীর বাজার দর বৃদ্ধির বিষয়টি তাদেরকে বুঝানো সওজ কর্তৃপক্ষের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। তারা বুঝতে পারে না সওজ এর Rate Schedule এখন আর কার্যকর নয়। দরপত্র মূল্যায়নেরে বিষয়ে তিনি বলেন, এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। LTM পদ্ধতিতে পরিচালন বাজেটের সর্বোচ্চ ৫০% বরাদ্দ খরচ করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে ছোট ঠিকাদারগণ কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কাজে দরপত্র দাখিল করতে পারবেন। দরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একটি অধিক কার্যকর পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং এই কমিটি কাজ করে যাচ্ছে।

প্রশ্নঃ২। <u>মোঃ মোশারফ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ ওয়ার্কসপ এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন, কেন্দ্রীয় কমিটি।</u>
তিনি বলেন, যুগের সাথে তাল মিলিয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কার্যক্রম দিন দিন এগিয়ে গেলেও সওজ এর যান্ত্রিক সেক্টরের কোনো উন্নতি হয় নাই। তিনি জানান, সওজ কারখানা বিভাগে আগে ১২০০ জন কর্মচারী ছিল। এখন নিয়মিত কর্মচারী খুবই কম। মাষ্টাররোল/শ্রমিক মজুরী ভিত্তিতে নিয়োজিত অল্প সংখ্যক কর্মচারী দিয়ে বর্তমানে কারখানা বিভাগের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তিনি যুগের সাথে সাথে কারখানা বিভাগের উন্নয়ন এবং যারা এখানে কাজ করে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

উত্তরঃ-
প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, মহোদয় বলেন, যান্ত্রিক উইং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। যান্ত্রিক জোন এর কার্যক্রম ব্যাতীত সড়কের উন্নয়ন সম্ভব নয়। সড়ক নির্মাণ কাজে বর্তমানে ব্যবহৃত সকল অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি যান্ত্রিক জোনের মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালিত হয়ে থাকে। সম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে অনেক অত্যাধুনিক সড়ক নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত ভারী যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে এবং নিজস্ব জনবলের মাধ্যমেই এসব যন্ত্রপাতি সমূহ পরিচালিত হবে। প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় আরও বলেন, শুধুমাত্র যান্ত্রিক জোন নয়, সওজ এর সকল ক্ষেত্রেই জনবলের সংকট বিদ্যমান। প্রস্তাবিত জনবল কাঠামোটি অনুমোদিত হলে জনবল সংকট অনেকাংশে কাটিয়ে উঠা সম্ভব হবে। তিনি বলেন, প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নাই। প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় কারখানা বিভাগে যারা কর্মরত আছে এবং ভবিষ্যতে যাদেরকে নিয়োগ প্রদান করা হবে তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রয়োজনে সওজ ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং বলেন সড়ক ভবন চত্বরে যান্ত্রিক জোনের জন্য আলাদা একটি কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য পরামর্শক নিয়োগের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। নিয়োগকৃত পরামর্শক কর্তৃক যান্ত্রিক জোনের অত্যাধুনিক কমপ্লেক্সের ডিজাইন, ড্রইং দাখিল করা হবে এবং দ্রুত সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ শুরু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রশ্নঃ৩। <u>জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ ওয়ার্কশপ এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন, কেন্দ্রীয় কমিটি।</u>
তিনি বলেন, শুদ্ধাচার সংক্রান্ত সকল সভাতেই কর্মচারীদের বাসাবাড়ির সমস্যা, চাকুরীতে সমস্যা, কর্মপরিবেশের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। তিনি বলেন, কর্মচারীদের বর্তমানে প্রধান সমস্যা হল যারা মাষ্টাররোলের মাধ্যমে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছে তাদের চাকুরীতে সমস্যা। কর্মচারীদের যদি আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া হয় তাহলে বর্তমানে যারা কাজ করছে তাদের উপর দূর্যোগ নেমে আসবে। তিনি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে মাষ্টাররোল কর্মচারীদের ওয়ার্কচার্জড বা নিয়মিত করনের প্রস্তাব রাখেন এবং আউটসোর্সিং বন্ধের আহ্বান জানান। তিনি কর্মচারীদের কর্মক্ষেত্রে ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন।

উত্তরঃ-
প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, মহোদয় বলেন, যে সব কর্মচারীরা এখনো নিয়মিত হয় নাই তাদের প্রতি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সকলেরই সহমর্মিতা আছে। সব কাজ সওজ প্রশাসনের হাতে থাকে না উল্লেখ করে তিনি এ বিষয়ে কথা বলার জন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্রশাসন ও সংস্থাপন সার্কেলকে আহবান জানান। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্রশাসন ও সংস্থাপন সার্কেল বলেন, যারা মাষ্টাররোল বা দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োজিত আছেন তারাই মূলত বর্তমানে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। নিয়মিত কর্মচারীর সংখ্যা অনেক কম। কর্মচারীদের প্রতি প্রশাসনের সহযোগিতা সব সময় আছে এবং থাকবে। যারা বর্তমানে কর্মরত আছেন তারা যেন তাদের চাকুরী চালিয়ে যেতে পারে সেটা প্রশাসন ও চায়। সরকার যে নীতিমালা গ্রহণ করেছে আউটসোর্সিং সংক্রান্ত, সেটা কোন নতুন বিষয় নয়। তিনি বলেন, কিছু কিছু পদ যেগুলোতে সরকার নিয়োগ দিবে না সেগুলো আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে পূরণ করতে হবে, কিন্তু যারা চাকুরীরত অবস্থায় আছে সরকার চাইলেই তাদেরকে চাকুরীচ্যুত করতে পারে না। তিনি বলেন, চলমান মামলাগুলোর রায় আসলে কর্মচারীদের নিয়মিতকরণে কোন বাধা থাকবে না। আউটসোর্সিং এর বিষয়ে তিনি আরো বলেন, এই পদ্ধতিটা শুধু সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জন্য প্রযোজ্য না, সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানের জন্যই প্রযোজ্য হবে এবং কিছু কিছু পদে সরকার আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ দিবে এতে কর্মচারীদের আতংকের কিছু নাই।

প্রশ্নঃ ৪। জনাব এ কে এম সাইফুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ শ্রমিক ইউনিয়ন।
তিনি তার বক্তব্যের শুরুতেই মাষ্টাররোল কর্মচারীদের বিষয়ে আশাব্যাঞ্জক বক্তব্য প্রদানের জন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্রশাসন ও সংস্থাপন সার্কেল কে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, সড়ক ভবনে কর্মরত মহিলা কর্মচারীদের জন্য কোন নামাজ ঘরের ব্যবস্থা নাই। তিনি আরও বলেন, অনেকদিন যাবৎ ২নং বাসা বরাদ্দ কমিটির কোন সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। তিনি এই দুটি বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়কে অনুরোধ জানান। সওজ অধিদপ্তরের কম্পিউটার অপারেটরেরা অনেকদিন যাবৎ কাজ করে যাচ্ছে কিন্তু তাদের পদোন্নোতির কোনো দিক নির্দেশনা বা নীতিমালা নাই। তিনি এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান। এছাড়াও তিনি বলেন প্রস্তাবিত নতুন জনবল কাঠামোতে কর্মকর্তাদের পদের সাথে আনুপাতিক হারে কর্মচারীদের পদ রাখা হয় নাই। তিনি আনুপাতিক হারে কর্মচারীদের পদ বৃদ্ধির অনুরোধ করেন।

উত্তরঃ-
প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, মহোদয় প্রশাসন ও সংস্থাপন বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীকে মহিলা কর্মচারীদের জন্য আলাদা নামাজের স্থান ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন, দ্রুত সময়ের মধ্যে ২ নং বাসা বরাদ্দ কমিটির সভার আহ্বানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কম্পিউটার অপারেটরদের পদোন্নোতির বিষয়ে তিনি বলেন সুযোগ থাকলে কম্পিউটার অপারেটরদের পদোন্নোতির অবশ্যই হবে।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্রশাসন ও সংস্থাপন সার্কেল বলেন মহিলাদের নামাজের স্থানের ব্যবস্থা সড়ক ভবনে করা যাবে, এটা নিয়ে কোন সমস্যা হবে না। কম্পিউটার অপারেটরদের পদোন্নতির বিষয়ে তিনি বলেন, পদোন্নতির শর্ত অনুযায়ী কম্পিউটার অপারেটরদের ০২ (দুই) সপ্তাহের একটি প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়, সরকার অনুমোদিত কোন প্রতিষ্ঠান থেকে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণটি সওজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে করা যায় কিনা সে বিষয়ে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং এর সাথে আলোচনা করা হয়েছে। কম্পিউটার অপারেটরদের গ্রেডেশন তালিকা ইতোমধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি জানান প্রশিক্ষণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত আসলে বিভাগীয় পদোন্নোতির কমিটির সভার মাধ্যমে পদোন্নতির প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। তিনি আরো উল্লেখ করেন, পদোন্নতির ক্ষেত্রে কোন কোন প্রশিক্ষণ আমলে নেয়া হবে, তা নির্ধারণের জন্য সরকারী কর্ম কমিশন এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করা হবে।

প্রশ্নঃ৫। জনাব মোঃ শামীম মিয়া, সড়ক ও জনপথ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন।
তিনি বলেন, বিভিন্ন জেলার হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ে নতুন নিয়মিত হওয়া কর্মচারীদের পেনশন এবং পে-ফিক্সেশন নিয়ে জটিলতা তৈরী হয়েছে এবং কর্মচারীরা বিভিন্ন রকম হয়রানীর শিকার হচ্ছে। তিনি মামলার মাধ্যমে যাদের চাকুরী নিয়মিতকরণ হয়েছে তাদের স্থায়ীকরণের নথি যেন অগ্রায়ন করা হয় সেই অনুরোধ রাখেন। তিনি আরো বলেন, মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত তালিকা কার্যভিত্তিক কর্মচারী ২৬৬৭ জনের এর মধ্যে অনেক কর্মচারী নিয়মিত হয়েছে, উক্ত তালিকায় বর্ণিত অনেক কর্মচারী যোগ্যতা সম্পন্ন ছিলেন কিন্তু মামলার করেন নাই, তাদের অনেকেই এখন চাকুরীতে নাই এবং মামলা না করার কারনে নিয়মিত কর্মচারী হতে পারেন নাই। তারা এখন অত্যন্ত মানবেতর জীবন যাপন করছে। এসব যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ করা যায় কিনা তিনি এই প্রশ্ন রাখেন। তিনি হাইকোর্ট এবং সুপ্রীম কোর্টে চলমান মামলাগুলোর জটিলতা নিরসনে সওজ প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। তিনি বর্তমানে যারা মাষ্টাররোলে আছেন তাদের ওয়ার্কচার্জড ভুক্ত করার অনুরোধ জানান। তিনি উল্লেখ করেন, এতে কর্মচারীরা চাকুরীর নিশ্চয়তা পাবে।

উত্তরঃ-
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্রশাসন ও সংস্থাপন সার্কেল বলেন, হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ের জটিলতা কর্মচারীদের নিজেদেরই সমাধান করতে হবে। মামলার মাধ্যমে যারা নিয়মিত হয়েছেন তাদের স্থায়ীকরনের জন্য পুলিশ ভেরিফিকেশন এবং সার্ভিস বুক যাচাই-বাছাই করণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন সব কাগজপত্র হাতে আসলে স্থায়ীকরণের কাজ করা হবে। যারা মামলা করেন নাই বা ২৬৬৭ থেকে বাদ পড়েছেন তাদের নিয়মিতকরণের বিষয়টি অত্যন্ত জটিল এবং এই বিষয়ে প্রয়াত জনাব এইচ.টি. ইমাম মহোদয়ের কমিটির সিদ্ধান্তের বাহিরে যাওয়ার কোন সুযোগ নাই। চলমান মামলাগুলোর বিষয়ে তিনি বলেন অনেক দিন যাবৎ আপীলের হিয়ারিং হচ্ছে না। এইসব মামলার যারা বাদী আছেন তাদের এই বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিনি আহ্বান জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন, মামলাগুলোতে ভাল ফলাফল আসবে এবং পক্ষভুক্ত কর্মচারীরা নিয়মিত হতে পারবে।

প্রশ্নঃ৬। জনাব আবু বকর সিদ্দিক, সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ কর্মচারী ইউনিয়ন।
তিনি বলেন, মামলার মাধ্যমে অনেক কর্মচারী নিয়মিত হয়েছে কিন্তু এখনো এসব নিয়মিত কর্মচারীদের অনেক সমস্যা থেকে গিয়েছে, যেমনঃ- কর্মচারীদের গ্রেডেশন তৈরী, স্থায়ীকরণ, পদোন্নতি প্রদান, টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড প্রদান, বদলী সংক্রান্ত বিষয়াদি। এসব কাজে অনেক সময়ক্ষেপন হয় উল্লেখ করে তিনি বলেন প্রশাসনে কর্মচারীদের কাজ করার জন্য লোকবল অত্যন্ত অপ্রতুল। তিনি সওজ প্রশাসনের জনবল বৃদ্ধির প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, মাষ্টাররোল বা কাজ নাই মজুরী নাই ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারীরা অধিদপ্তরের লোকবল সংকটের কারনে অধিদপ্তরের কাজের প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে নিয়োগপ্রাপ্ত এবং তারা অনেক বছর যাবৎ কাজ করে যাচ্ছে। তিনি এসব কর্মচারীদের বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়মিত করনের আহ্বান জানান। সওজ এর জনবল কাঠামোর বিষয়ে তিনি বলেন, ১৯৯২ সালে শেষবার জনবল কাঠামো অনুমোদিত হয়েছিল। এরপর ২০১৬ সালে সওজ অধিদপ্তর হতে যে জনবল কাঠামো প্রেরণ করা হয়েছে সেটা প্রণয়নের কমিটিতে শুধুমাত্র বিসিএস

ক্যাডার কর্মচারীগণ সদস্য হিসেবে ছিলেন। কোনো ২য়, ৩য় বা ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী এই কমিটিতে রাখা হয় নাই যা হতাশাজনক। তিনি উল্লেখ করেন, ২০২১ সালের অক্টোবর মাসে যে জনবল কাঠামোটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ছাড় পেয়েছে তাতে ১৮৫০ জন কর্মচারীর পদ বিলুপ্ত করা হয়েছে যা কোনো ভাবেই কাম্য নয়। তিনি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে ১:১০ অনুপাতে কর্মচারীর পদ তৈরীর প্রস্তাব রাখেন এবং প্রস্তাবিত জনবল কাঠামোটি পুনরায় বিবেচনার আহ্বান জানান।

উত্তরঃ

প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, মহোদয় গণশুনানীর এ পর্যায়ে বক্তাগণকে কোন প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি না করার জন্য অনুরোধ জানান। জনবল কাঠামোর বিষয়ে তিনি বলেন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত জনবল কাঠামোটি কিছু পরিবর্তন ও সংশোধনের প্রস্তাব সহ অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রশ্নঃ৭। <u>জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন খন্দকার, সওজ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন।</u>

তিনি বলেন, ১৯৯২ সালে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো সকল শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মতামতের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছিল। বর্তমানে প্রস্তাবিত জনবল কাঠামোতে তা করা হয় নাই। তিনি বলেন, মাত্র ৩৮৩ টি ক্যাডার পদের জন্য প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো হতে ১৮৫০টি কর্মচারীদের পদ বিলুপ্ত করা হয়েছে, এতে অধিদপ্তরে ব্যাপক শূন্যতার সৃষ্টি হবে যা কখনোই পূরণ করা সম্ভব হবে না। তিনি আউটসোর্সিং প্রথা বন্ধ করার আহ্বান জানান এবং চলমান বা সমাপ্তযোগ্য প্রকল্প সমূহে যে সব কর্মচারীরা ভাল কাজ করছে তাদেরকে ভবিষ্যতের অন্য প্রকল্প সমূহে কাজ করার সুযোগ প্রদানের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের অনেক পদ খালি, উচ্চমান সহকারীদের সব পদ খালি। তিনি পদোন্নতির মাধ্যমে এসকল পদ পূরণ করার আহ্বান জানান পাশাপাশি সংস্থাপন -২ শাখার কর্মচারীদের নথিপত্রের বিষয় সমূহ দেখার জন্য আরও কর্মচারী পদায়নের প্রস্তাব দেন। তিনি উল্লেখ করেন, কিছু কিছু সড়ক বিভাগে মাষ্টাররোল কর্মচারীদের বেতনের জন্য নির্ধারিত শ্রমিক মজুরী খাতের বরাদ্দ নির্বাহী প্রকৌশলীগণ সড়কের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ব্যবহার করে ফেলেন এতে মাষ্টাররোল কর্মচারীদের বেতন পেতে সমস্যা হচ্ছে। তিনি জানান, গাড়ী চালকদের ৪৫-৫০টি পদ খালি আছে। তিনি বর্তমান প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের কার্যকালের মধ্যেই এই পদ সমূহ পূরণের প্রজ্ঞাপন জারীর আহ্বান জানান। তিনি সড়ক গবেষণাগারে বসবাসরত কর্মচারীদের আবাসন সমস্যা নিরসনে এবং তাদের পূনর্বাসনের নিমিত্ত Asian Development Bank (ADB) এর সাথে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কার্যক্রমের অগ্রগতির বিষয়ে জানতে চান। তিনি আরও বলেন, ২৬৬৭ এর মাধ্যমে নিয়মিত হওয়া কর্মচারীদের অনেকের নামের বানান ভুল হওয়াতে তারা বেতন পাচ্ছে না বা যোগদান করতে পারছে না। তিনি এই বিষয়টি দ্রুত সমাধানের আহ্বান জানান।

উত্তরঃ-

প্রধান প্রকৌশলী, সওজ মহোদয় সড়ক গবেষণাগারে বসবাসরত কর্মচারীদের পূনর্বাসনের বিষয়ে বলেন, এ বিষয়ে ADB এর সাথে আলোচনা হয়েছে এবং ADB নীতিগতভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেছে। ADB হতে সম্মতিজ্ঞাপক পত্রটি আসলেই এ কাজে অগ্রসর হওয়া যাবে। তিনি আরও বলেন, পূনর্বাসন না করে কোন কর্মচারীকে বাসা ছাড়তে বলা হবে না। সংস্থাপন -২ শাখায় জনবল নিয়োগের বিষয়ে তিনি বলেন, সওজ এ এখন জনবল সংকট চরম আকার ধারণ করেছে তারপরও অন্য কোনো জায়গা হতে লোক এনে এই সমস্যা সাময়িকভাবে সমাধান করা যেতে পারে। প্রস্তাবিত জনবল কাঠামোর বিষয়ে তিনি বলেন, ৩৮৩টি ক্যাডার পদের জন্য ১৮৫০ জন কর্মচারীর পদ বিলুপ্ত করা হয়েছে এ কথাটি সঠিক নয়। কর্মচারীদের সহযোগিতা ছাড়া কর্মকর্তাদের কার্যক্রম চালানো সম্ভব নয়। তিনি বলেন, প্রস্তাবিত জনবল কাঠামোতে যে কাঁটছাট করা হয়েছে তা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে করা হয়েছে যা সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অগোচরে হয়েছে।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্রশাসন ও সংস্থাপন সার্কেল বলেন, প্রস্তাবিত জনবল কাঠামোতে সওজ কর্তৃক প্রস্তাবিত পদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ পদ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাদ দেয়া হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক যে ১৮৫০টি পদ বিলুপ্ত করা হয়েছে সেসব পদে বর্তমানে কোন ব্যক্তি কর্মরত থাকলে সে ব্যক্তি সেই পদে তার কর্মকাল শেষ করতে পারবে। এই ১৮৫০টি পদে নতুন করে কোন নিয়োগ প্রদান করা হবে না। তাছাড়া, প্রস্তাবিত জনবল কাঠামোতে কিছু নতুন পদ তৈরীও করা হয়েছে। আউটসোর্সিং এর বিষয়ে তিনি বলেন, এটা শুধু সওজ এর জন্য প্রযোজ্য নয় বরং কিছু নির্দিষ্ট পদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য হবে। সড়ক ও জনপথ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন কর্তৃক সম্প্রতিককালে দাখিলকৃত জনবল কাঠামোর বিষয়ে তিনি বলেন, প্রস্তাবিত কাঠামোটি অত্যন্ত ভাল, ভবিষ্যতে অর্থ মন্ত্রণালয় এর সাথে জনবল কাঠামো সংক্রান্ত সভায় এটির আলোকে আলোচনা করা হবে। গাড়ীচালক পদে নিয়মিতকরনের ক্ষেত্রে অপেক্ষামান তালিকায় যে ৫৮ জন গাড়ীচালক ছিলেন তাদের কাগজপত্র প্রশাসন-২ শাখায় আসতে অনেক দেরী হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, কর্মচারীদের নিজেদেরই এই বিষয়ে গাফিলতি ছিল। এছাড়াও তিনি জানান ৫৮ জন গাড়ীচালক-কে ইতোমধ্যে নিয়মিতকরণ করা হয়েছে। কিছু কিছু সড়ক বিভাগে শ্রমিক মজুরীর বরাদ্দ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ-এর কাজে ব্যবহার হওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বাইরে থেকে অস্থায়ী ভিত্তিতে কোনো শ্রমিক নিয়োগ করলে তার বেতন শ্রমিক মজুরী খাত হতে দেয়া যেতে পারে। এ বিষয়টি নিয়ে কোন সমস্যা দেখা দিলে তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেই সমাধান করা সম্ভব।

পরিশেষে গণশুনানীতে অংশগ্রহণকারীদের আর কোন বক্তব্য না থাকায় প্রধান প্রকৌশলী, সওজ মহোদয় তাঁর বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্রশাসন ও সংস্থাপন সার্কেল-কে কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ, স্থায়ীকরণ, পদোন্নতি, পেনশন সংক্রান্ত বিষয়গুলো যথাযথভাবে

পরিচালনা করার নির্দেশ প্রদান করেন। জনবল কাঠামোর বিষয়ে তিনি বলেন, কাউকে বাদ দিয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভবপর নয়। সবাইকে নিয়েই সবার চলতে হবে। তিনি বলেন, যে যে পদে কর্মরত আছি সেই সেই পদের কার্যক্রম বা দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প- ২০৪১ অর্জন করা সম্ভব। তিনি সবাইকে সম্মিলিত ভাবে কাজ করার আহ্বান জানান এবং সভায় উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৮/২/২০২২
(মোঃ আবদুস সবুর)
প্রধান প্রকৌশলী

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে প্রেরণ করা হলোঃ-

১। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সওজ), পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উইং/ ব্রীজ ম্যানেজমেন্ট উইং/ টেকনিক্যাল সার্ভিসেস উইং/যান্ত্রিক জোন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, ঢাকা জোন, ঢাকা/ ময়মনসিংহ জোন, ময়মনসিংহ/ কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা/ রাজশাহী জোন, রাজশাহী/ বরিশাল জোন, বরিশাল/ খুলনা জোন, খুলনা/ চট্টগ্রাম জোন, চট্টগ্রাম/ রংপুর জোন, রংপুর/ সিলেট জোন, সিলেট /গোপালগঞ্জ জোন, গোপালগঞ্জ।
৪। প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ, সওজ), ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা/গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি), ঢাকা/কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতি ২য় সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতু পুনর্বাসন প্রকল্প, ঢাকা/সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প: জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা সড়ক (এন-৪) ৪-লেনে মহাসড়কে উন্নীতকরণ প্রকল্প, ঢাকা/ টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স ফর সাব-রিজিয়নাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরি ফ্যাসিলিটি-II, ঢাকা/ওয়েষ্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট, ঢাকা/ক্রস বর্ডার নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ), ঢাকা/সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-II: এলেঙ্গা-হাটিকামরুল-রংপুর মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প, ঢাকা/আশুগঞ্জ-নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ককে চার লেনে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ, ঢাকা/মাতারবাড়ী কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (সওজ অংশ), ঢাকা/রাজাপুর-নৈকাঠী-বেকুটিয়া-পিরোজপুর (জেড-৮৭০২) সড়কের বেকুটিয়া কচা নদীর উপর ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা/স্ট্যাডি অর আইডেন্টিফিকিশেন প্রায়োরিটাইজেশন এ্যান্ড প্রি-ফিজিবিলিটি অব পপিপি আন্ডার রোডস এন্ড হাইওয়েজ ডিপার্টমেন্ট প্রকল্প, ঢাকা/মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (সওজ অংশ) (প্রেষণে)/টেকনিক্যাল এসস্ট্যান্স ফর রোড ট্রান্সপোর্ট কানেক্টিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজক্টে প্রি-পারেটরী ফ্যাসিলিটি (RTCIPPF) শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প,ঢাকা/সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক পৃথক এসএমভিটি লেনসহ ৪ লেনে উন্নীতকরণ, ঢাকা/ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক (এন-৭) উন্নয়ন প্রকল্প/সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন প্রকল
৫। প্রকল্প পরিচালক (তঃপ্রঃ, সওজ), পাবলকি প্রাইভটে পার্টনারশীপ (ভিত্তিতে) হাতিরঝিল-রামপুরা সেতু-বনশ্রী-শেখের জায়গা-আমুলিয়া-ডেমরা মহাসড়ক চারলেনে উন্নীতকরণরে জন্য সহায়ক প্রকল্প।
৬। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ প্রকৌশলী সমিতি, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৭। তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, আরএইচডি ট্রেনিং সেন্টার, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা।
৮। তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, এমআইএস এন্ড এষ্টেটস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৯। পরিচালক (তঃপ্রঃ, সওজ), সড়ক গবেষণাগার, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা।
১০। তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, রোড ডিজাইন এন্ড সেফটি সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
১১।সিনিয়র সিষ্টেম এনালিস্ট, সওজ, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
(সওজ ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো)।
১২। পরিচালক, নিরীক্ষা ও হিসাব (সওজ), সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৩। এষ্টেটস এন্ড ল অফিসার, সওজ প্রধান কার্যালয়, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৪। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতি, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৫। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৬। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ কর্মচারী ইউনিয়ন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৭। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ শ্রমিক ইউনিয়ন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৮। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ ওয়ার্কসপ এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৯। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ ঠিকাদার সমিতি, ঢাকা।

৮/২/২০২২
(মোঃ রেজাউল করিম)
পরিচিতি নং-০০০৪৫২
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ
ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং
ও
সওজ, শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা।